দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 02 MAR 1987 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 3 ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী আজ পরীক্ষা নিয়ে উদ্বিগ্ন। নির্ধারিত সময়ে আদৌ পরীক্ষা হবে কি-না এ নিয়ে ছাত্ররা চিন্তিত। আবারো নাকি চতুর্থ বারের মত পরীক্ষা পেছানোর কথা শোনা যাচ্ছে। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয়ে আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ, প্রশানিক জটিলতা, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অন্যান্য কারণে শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে যাওয়ায় ৩ বছরের কোর্স ৫ বছরেও সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষা বছর আর পিছাতে না দিয়ে প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আজ সাধারণ ছাত্র সমাজ আগ্রহী। সম্প্রতি পরীক্ষা না পেছানোর দাবীতে দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিলে তা প্রমাণিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মানী) পর্যায়ে বিগত যুগের চালুকৃত সনাতন পদ্ধতির পরিবর্তে ১৯৮০-৮১ সেশনে সর্বপ্রথম কোর্স পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়। নিয়মিত ও নির্ধারিত সময়ে শিক্ষাবর্ষের সমাপ্তি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়া-লেখার ক্ষেত্রে অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি করে। মেধার সঠিক মূল্যায়ন এবং সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশগত কাঠামোর মানোন্নয়নই ছিল এই পদ্ধতি প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য।

কোর্স পদ্ধতির অধীনে ছাত্র-ছাত্রীদের উপর সারা বছর লেখাপড়ার চাপ থাকে। অন্যদিকে প্রথম বছরে একাধিক বিষয়ের চূড়ান্ত পরীক্ষা সে বছর সমাপনীতেই দিতে হয় বলে এদিক দিয়ে পদ্ধতি সনাতনী পদ্ধতির চাইতে শ্রেয়। কিন্তু ফলতঃ তা হচ্ছে কই? ১৯৮৫ সালের পরীক্ষা '৮৭ সালেও অনুষ্ঠিত না হলে, কোর্স পদ্ধতির আসল উদ্দেশ্যটা ছাত্র সমাজ হাসিল করতে পারছেন না।

কিন্তু অস্ত্রধারী গুণ্ডা-মস্তানদের হাতে শিক্ষাঙ্গন আজ কলুষিত এবং সাধারণ শিক্ষার্থীরা জিম্মি। এজন্য সুকৌশলে ছাত্র রাজনীতিকে দায়ী করা হয়। অথচ বাস্তব অবস্থা হচ্ছে যারা অন্যত্র পরিবেশকে কলুষিত করেছে, দেশে সুস্থ রাজনীতিকে ধ্বংস করেছে, শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করা এবং এভাবে ঘন ঘন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে বন্ধ করার জন্য তারাই দায়ী।

পরীক্ষা যারা পেছাতে চায় তাদের সাথে, ছাত্র রাজনীতিকে যুক্ত করা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কিছু ছাত্র যে নিজে থেকে পরীক্ষা পিছানোর দাবী করে না তা নয়, তবে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। এরা আসলে পরীক্ষা-আতংকিত। সারা বছর নিয়মিত লেখাপড়া না করলে পরীক্ষার আগে আতংকিত হবারই কথা। তবে পরীক্ষা পেছালেও এদের কোন লাভ হয় না। পরীক্ষা দূরে চলে গেছে মনে করে আবার তারা লেখাপড়ায় শৈথিল্য প্রদর্শন শুরু করে। ফলে পরীক্ষার নতুন তারিখ এগিয়ে আসলে পুনরায় তারা পরীক্ষা পেছাবার দাবী করে এবং এই প্রক্রিয়াটাই চলতে থাকে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীরা এভাবে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে কোনমতেই রাজী নয়। এতে শুধু যে অভিভাবকদের উপর চাপ সৃষ্টি হয় তাই নয়, তাদের জীবন থেকে অতি মূল্যবান বছর অযথা খসে পড়ে। সরকারী চাকরির বয়স যায় পেরিয়ে, দেশ হারায় তার মেধাবী সন্তানদের সেবা। আগে পাস করে বেরুলে তারা কর্মজীবনে আগেই প্রবেশ করতে পারতো।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দুর্ভাগ্য যে, একেত সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না, তার উপর বিলম্বে অনুষ্ঠিত অনেক পরীক্ষার ফলও একটা যুক্তিসঙ্গত সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয় না। এর জন্য দায়ী ছাত্র-ছাত্রী নয়—বরং পরীক্ষক এবং ফল প্রকাশের সাথে জড়িত অন্যরা। এতে অহেতুক ছাত্র-ছাত্রীদের সময় নষ্ট নয়। অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ে বিপদে। ফল বেরুতে না বেরুতে পরবর্তী বছরের পরীক্ষার তারিখ ঘনিয়ে আসে। এছাড়াও বছরে ৬ মাস ক্লাস না হলে সিলেবাস অসম্পূর্ণ থাকে। ফলে প্রস্তুতির সময়ের জন্য পরীক্ষা পেছানোর দাবী তুলতে বাধ্য হয়। শিক্ষকদের অন্য কাজে ব্যস্ততা, বাইরের পরীক্ষকদের শৈথিল্য এবং দায়িত্বহীনতা বিলম্বে ফল প্রকাশের জন্য দায়ী। সময়মত পরীক্ষা অনুষ্ঠানের মত সময়মত ফল প্রকাশের উপরও তাই সমান গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এজন্য পরীক্ষক এবং ফল প্রকাশের সাথে ড়িত অন্য সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য একটি সময়সূচী বেঁধে দেয়া উচিত। যারা সময়মত খাতা দেখতে এবং ফল প্রকাশে ব্যর্থ হবেন তাদেরকে পরের বছর ঐ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেবারও সুপারিশ করি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ লজ্জা বা কুণ্ঠা প্রকাশ করলে দায়িত্বহীন ব্যক্তিদের দায়িত্বহীনতাকেই প্রশ্রয় দেবেন এবং নিজেরাও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেবেন। আর এজন্য মাশুল দিতে হবে নিরীহ পরীক্ষার্থীদের যা কোন মতেই কাম্য হতে পারে না।

—মুহম্মদ মহসীন চৌধুরী